কোটচাঁদপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২ বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একই দিনে ২জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আলহাজ্ব আব্দুর রহমান (৭৫) নামে কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসার সাবেক হিসাব সহকারি ও মোবাশ্বের আলী (৫৫) নামে এক বিশিষ্ট কাঠ ব্যবসায়ী যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন।

মৃত আব্দুর রহমান পৌর আর্দশ পাড়ায় ও মৃত মোবাশ্বের আলী শহরের গাবতলা পাড়ায় বসবাস করতেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, আব্দুর রহমান জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ১ জুলাই শরীরে করোনা পজিটিভ হয়ে বাসায় ছিলেন।

পরে অবস্থার অবনতি হলে শনিবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। বিকালে চিকিৎসাধী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে করোনা পজিটিভ হয়ে বিশিষ্ঠ কাঠ ব্যবসায়ী মোবাশ্বের আলী যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার বিকালে মুত্যুবরন করেন।

ডাঃ রশিদ বলেন, আব্দুর রহমান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নমুনা পরিক্ষা করলেও ব্যবসায়ী মোবাশ্বের আলী যশোরে পরিক্ষা করেন বলে নিশ্চিত করেন। এসময় তিনি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও ঠান্ডা জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের করোনা পরিক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার অনুরোধ করেন। এদিকে একই দিনে ২জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ঝিনাইদহে নগদ অর্থসহ সোনার গহনা চুরি

ঝিনাইদহ শহরের উপশহর পাড়ার দুধর্ষ চুরি হয়েছে। চোরেরা ব্র্যাকের কর্মকর্তা শফিকুর রহমানের বাসার গ্রিল কেটে নগদ দেড় লাখ টাকা ও সাত ভরি সোনার গহনা নিয়ে গেছে। এ সময় তিনি গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

জানা গেছে, সাতদিনের লকডাউনে গ্রামের বাড়ি সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামে বেড়াতে যান শফিকুর। শহরের বাড়ি তালাবদ্ধ ছিল। শনিবার বাসায় ফিরে দেখতে পান ঘরের আসবারপত্র এলোমেলো। ঘরের আলমিরা ভাঙ্গা। খোজ নিয়ে জানতে পারেন তার সব কিছু নিয়ে গেছে।

এর আগে ঝিনাইদহ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের কর্মচারী মেহেদী লাভলুর বাড়িতে চুরি হলে তিনি চোর সনাক্ত করে সব কিছুই ফিরে পান। গ্রেফতর হয় চোরসহ ৭ জন।

এদিকে ঝিনাইদহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার, সদর থানা ওসি মিজানুর রহমান, ওসি তদন্ত এমদাদুল হক খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

তারা জানান, পার্শ্ববর্তী বাড়ির সিসিটিভির ফুটেজ দেখে চোর সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। উল্লেখ্য শহরের আরাপপুর বাসস্ট্যান্ডের পাশে সার্থক গ্যাসঘর ও পাগলাকানাই মডেলদের বাসাবাড়িতেও চুরি সংঘটিত হয়েছে।

সাধুহাটী ইউনিয়নের বারোমাইল এলাকায় জনৈক শাহাদতের কাঠের আড়তেও চুরি হয়। করোনাকালে লকডাউন ও জনমানবহীন পাড়া মহল্লায় চোরের উপদ্রপ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এলাকাবাসি জানায়।

ঝিনাইদহে একের পর এক মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন মানুষ

একের পর এক মৃত্যুর বিভিষিকাময় খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ঝিনাইদহের মানুষ। ঘরে ঘরে অসুস্থ মানুষের ভীড় বাড়ছে। গ্রাম শহর সর্বত্রই ভুগছে মৌসুমি ঠান্ডা কাশি ও জ্বর নিয়ে। সামান্যতেই মানুষ আতংকিত হয়ে ছুটছে চিকিৎসকের কাছে। ফলে সরকারী হাসপাতালের পাশাপাশি ভিড় বাড়ছে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে।

করোনার লক্ষন নিয়ে অনেকের মৃত্যু হলেও তাদের কোভিড পরীক্ষার সুযোগ হচ্ছে না। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে আইসিইউ শয্যা নেই। নেই পর্যাপ্ত হাই ফ্লো অক্সিজেন ব্যবস্থা। এমন কথা চিন্তা করে অনেকেই কোভিড রোগী নিয়ে আতংকে দিন পার করছেন। এদিকে ফেসবুক ও ম্যাসেঞ্জারসহ নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিদিন শুধুই মৃত্যুর সংবাদ ভেসে আসছে। কেও কোভিডে আবার কেও হৃদরোগে মারা যাচ্ছেন। কারো কারো মধ্যে থাকছে করোনার উপসর্গ।

এমন প্রতিদিন স্বজন হারানোর বেদনায় অশ্রুসিক্ত হচ্ছে মানুষ। নিকাট জনের কাছ থেকে ফোন পেয়ে অনেকেই আতংকিত হয়ে পড়ছেন। চারিদিক যেন এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, শৈলকুপার বাগুটিয়া গ্রামে দুই সপ্তাহ আগে একই দিন স্বামী স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

একই উপজেলার ফুলহরি কাজিপাড়া গ্রামে জিহাদ হোসেন নামে এক কিশোর গত ২১ জুন মৃত্যুর পর তার মা করোনা উপসর্গ নিয়ে ২৪ জুন মারা যান। ১১ দিনের ব্যবধানে তারা নানা সৈয়দ মাহবুব হোসেন শুক্রবার মারা গেছেন। জিহাদের পিতা সৈয়দ কোরবান আলী হিরন করোনার লক্ষন নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গ্রাম শহরে অনেকর পরিবার ধরেই করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। অনেকে ভয়ে পরীক্ষা করাতে যাচ্ছেন না এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে।

হরিণাকুন্ডুর পায়রাডাঙ্গা গ্রামের সোহরাব হোসেন মন্ডল জানান, আজ শনিবার সকালে গ্রামের এক নিকটাত্মীয়কে দাফন করা পর দুপুরে খবর আসে বৃদ্ধ নানা করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন। এখন সেখানে যাচ্ছি দাফন করতে। লকডউনের কারণে স্বজনরা মারা গেলেও করোনা ভয় ও সড়ক পথে যাতায়াতের কারণে অনেকই বিদায় বেলায় প্রিয় মানুষটির মুখ

দেখতে পারছেন না।

ডাঃ নজরুল ইসলাম নামে এক চিকিৎসক জানান, বর্তমান এই মৌসুমে ইনফ্লয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকোপ থাকে। সাধারণনত গ্রামে গ্রামে এই রোগ দেখা দিচ্ছে। তারা সুস্থও হচ্ছেন। আবার অনেক বয়স্ক মানুষের হৃদরোগসহ নানা সমস্যা আছে। মৃত্যুবরণ করলেই উপসর্গ থাকায় অনেকেই ঢালাও ভাবে করোনা ভাইরাসের কথা উল্লেখ করছেন। এসব কারণে মানুষের মধ্যে আতংক কাজ করছে।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ঝিনাইদহে করোনায় মারা গেছে ৩ জন। এই নিয়ে জেলায় করোনা শুরুর পর থেকে এক’শ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৭ জন। ঝিনাইদহ করোনা ইউনিটে ভর্তি আছেন ৫৭ জন। ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত ১১১ জনের লাশ দাফন করেছে। এর মধ্যে করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণকারীরাও আছেন।

ঝিনাইদহে ২০টি চাতালে জলবদ্ধতা! কোটি টাকা লোকসান

ঝিনাইদহে কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকার ফলে শহর ও গ্রামে একই চিত্র ফুটে উঠেছে। সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারের ত্রিমোহনী এলাকায় জলাবদ্ধতায় ২০ টি চাতাল ও বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি তলিয়ে গেছে। পানি উঠেছে চাতালে থাকা শ্রমিকদের ঘরেও। প্রায় দুই মাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে চাল উৎপাদন কার্যক্রম। এতে কোটি টাকা লোকসান হয়েছে মালিকদের। বেকার হয়ে অসহায় দিনযাপন করছে দুই শতাধীক শ্রমিক।

শনিবার চাতাল এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ওই এলাকার চাতালগুলোর পাশে একটি বিল ছিল। এই বিল দিয়ে পানি নিষ্কাশন হত। কিন্তু প্রায় এক বছর আগে শুকনো মৌসুমে এই বিল এলাকায় পুকুর খনন করে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল। ফলে বন্ধ হয়ে যায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা। এখন বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে মানুষ।

চাতাল শ্রমিক আবু তালেব জানান, চাতালে কাজ করে সংসার চলে। কিন্তু

বৃষ্টিতে পানি জমে প্রায় দুই মাস চাতাল বন্ধ রয়েছে। ফলে রোজগার না থাকায় কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন পার করতে হচ্ছে। অনেক সময় তিন বেলাও খাবার জুটছে না।

জলাবদ্ধতার স্বীকার একটি বাড়ির মালিক ইমান আলী বলেন, পাশেই পুকুর কেটে বাধ দেওয়ার ফলে বৃষ্টিতে এখানে পানি জমে গেছে। এই পানি বের হতে না পেরে ঘরে ঢুকছে। উপজেলা প্রশাসনকে জানানোর পরও কোন কাজ হচ্ছে না।

চাতাল মালিক ও ডাকবাংলা চাল কল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন ভান্ডারী জানান, চাতালের পাশে প্রভাবশালীরা পুকুর খনন করায় চাতাল এলাকার পানি বের হচ্ছে না। এখন পানি নিষ্কাশন না হওয়াই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসত বাড়িতে পানি ঢুকছে। তিনি জানান, প্রায় ২০ টি চাতাল ক্ষতিগ্রস্থ। উৎপাদন কাজ বন্ধ।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহীন জানান, এলাকাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। দ্রতই বিষয়টি সমাধানে চেষ্টা করা হচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে সক্রিয় প্রশাসন

মহামারী করোনা সংক্রমণ রোধে বৃহস্পতিবার থেকে দেশব্যাপী সর্বাত্মক কঠোর লকডাউন ঘোষনার প্রথম দিনে সক্রিয় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ।

পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে দেখা যায় সাধারণ মানুষের তেমন চলাচল নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ। মহাসড়কে যানবাহনের চলাচল না থাকলেও শহরের মধ্যে মোটরসাইকেল ও ইজ্ঞিন চালিত যান চলাচল লক্ষ করা যায়। একদিকে প্রশাসনের নজরদারী অপরদিকে সকাল থেকেই থেমে থেমে আষাঢ়ের বৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হতে দেখা যায়নি। অনেকে আবার বৃষ্টির মধ্যেই বের হয়েছেন প্রয়োজনীয় কাজ সারতে।

অন্যদিকে দিন মজুর, খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষেরা পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দিতে লকডাউন ও আষাঢ়ের বৃষ্টি উপেক্ষা করে বের হয়েছেন উপার্জনের আশায়। সরকার ঘোষিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্দেশনা বাস্তবায়নে লকডাউন সফল করতে গণপরিবহন ও দোকানপাট বন্ধ রাখা এবং অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়া, সেই সাথে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখাসহ মাস্ক পরিধানে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে প্রশাসন।

এসময় জনসাধারণের মধ্যে সচেতন করতে নির্দেশনা ও আইন অমান্যকারী অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জরিমানা করেন দায়িত্বরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আছাদুজ্জামান রিপন। এরই মধ্যে কিছু মানুষের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। প্রশাসনের সচেতনতামূলক কোন কর্মসূচীই যেন পৌঁছাচ্ছে না এই সব মানুষের মধ্যে। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনেক ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই অবাধে ব্যবসা চালিযে যাচ্ছেন। এমনকি মাস্ক ব্যবহারেও রয়েছে অনিহা। দেখে বুঝার উপাই নেই মহামারী করোনার থাবা পড়েছে এই দেশে।

এদের অনেকে প্রশাসনের হাতে ধরা পড়ে অনেক সময় গুনতে হচ্ছে জরিমানা। কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আছাদুজ্জামান রিপন জানান, সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুলিশ, সেনাবাহিনী, গ্রাম পুলিশ ও আনসার সদস্যরা দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। বিভিন্ন সময়ে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে করা হচ্ছে জরিমানা। তিনি বলেন, সবার আগে প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে সচেতন হতে হবে। নিজে বাঁচলে বাঁচবে তার পরিবার, রক্ষা পাবে দেশ ও জাতি।

ঝিনাইদহে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে ১১

জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আক্রন্ত হয়েছে ৯৭ জন। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে সদরে ৩জন ও মহেশপুরে ১জনের মৃত্যু হয়। আর উপসর্গ নিয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চান্দুয়ালী গ্রামে এক জন, কোঁটচাদপুর দুই জন, শৈলকূপার শিক্ষক পাড়ায় এক জন এবং মহেশপুরে তিন জনের মৃত্যু হয়। জেলা সিভিল সার্জন অফিস এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জেলা সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় সদর হাসপাতাল ল্যাব থেকে ২৪৪ টি নমুনার ফলা ফল হাতে এসেছে। এর মধ্যে ৯৭ জনের দেহে করোনার ধরা পরেছে। আর এসময়ের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার হারুন-অর-রশিদ জানান, বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে প্রতিদিন নতুন নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছে। রোগীর চাপ সামলাতে করোনা ইউনিটের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বাড়তি রোগীর কারণে চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টরা।

ঝিনাইদহে লকডাউন বাস্তবায়নের জন্য বৃষ্টির মধ্যেও মাঠে আছে প্রশাসন

সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাইন। সকাল থেকে ওষুধ, কাচাবাজার ছাড়া সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। সড়কে জনসাধারণের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। এদিকে লকডাউনের প্রথম দিনেই সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

বৃষ্টির কারণে অনেকটা জনশুণ্য রাস্তা ঘাট। আর এ লকডাউন বাস্তবায়নের জন্য বৃষ্টিরি মধ্যেও মাঠে আছেন প্রশাসন। এছাড়া

প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনীর ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

লে.কর্নেল মোর্শেদুল হাসান পিএসসি বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী করোনা মহামারীর এ সময়ে সরকারি আদেশ নিশ্চিতকল্পে অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার উদ্যেশ্যে নিয়োজিত রয়েছে। এরই অংশ হিসাবে ৫৫ পদাতিক ডিভিশন নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নিয়মিত টহল পরিচালনা করছে।

কোটচাঁদপুরে ক্ষুদ্র ও প্রন্তিক কৃষকদের মাঝে রাসায়নিক সার-বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে খরিপ-২/২০২১-২২ মৌসুমে প্রনোদনা কর্মসূচির আওতায় রোপা আমন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের বাস্তবায়নে প্রনোদনার এই সার-বীজ বিতরণ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, জেলা কৃষি প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা বিজয় কৃষ্ণ হালদার, জেলা কৃষি সম্প্রস্◌ারণ বিভাগের কৃষিবিধ (উদ্যান) মোহাম্মদ আলী জিন্না, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিধ মোঃ মহাসীন আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার হুমায়ন কবির, ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলী নাসির, পৌর আ.লীগ নেতা ও সার ব্যবসায়ী কাজী আলমগীর প্রমূখ। কৃষি অফিসের তথ্য মতে উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় উপসি-৪৫০ ও হাইব্রিড-১৫০ জন

প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে এই সার-বীজ বিতরণ করা হবে।

মহেশপুরের ইউএনও করোনায় আক্রান্ত

ঝিনাইদহের সীমান্তবর্তী উপজেলা মহেশপুর। প্রতিদিনই প্রায় পত্রিকার পাতায় দেখা মেলে ইন্ডিয়া হতে বাংলাদেশে আসার সময় বিজিবির হাতে সীমান্তে আটক। আর সেই আটককৃত মানুষগুলোর দায়িত্ব নিতে হয় দেখাশুনা করতে হয় স্থানীয় প্রশাসন কে।

করোনাকে ভয় না করে ভারত থেকে আসা ব্যক্তিদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রেখে থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা সহ স্থানীয় করোনা রোগীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খাবার ও ঔষধ পৌছে দিয়ে আসা দায়িত্বশীল একজন মহিয়সী নারী যোদ্ধা হলেন মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাশ্বতী শীল।

আজ এই সেবাব্রতী নারী অফিসার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত।

মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সুত্রে জানাগেছে, মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাশ্বতী শীল সহ ৩০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাশ্বতী শীলসহ ১৮ জনের করোনা পজেটিভ হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ডাঃ হাসিবুর সাত্তার জানান, মাঝে দু’দিন আক্রান্তের সংখ্যা কম খাকলেও মঙ্গলবার ১৮ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাশ্বতী শীলও রয়েছেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আরো জানান, অসুস্থ অবস্থায় তিনি বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছেন।

লক-ডাউনে কোটচাঁদপুরে চা দোকানীদের মাঝে অর্থ সহায়তা প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে করোনা পরিস্থিতির সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী লক-ডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়েছে খুদ্র চা দোকানী ব্যবসায়ীরা। দরিদ্র, অসহায়, এই সব চা দোকানীদের মানবিক সহায়তায় সরকারি অনুদান হিসাবে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়ন পরিষদে এলাকার ৬২ জন চা দোকানীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরন করা হয়। ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলী নাসির প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে চা দোকানীদের মাঝে ২ হাজার ৫’শ টাকা নগদ সহায়তা তুলে দেন।এসময় উপস্থিত ছিলেন, প্যানেল চেয়ারম্যান ওহেদ আলী , ইউনিয়ন পরিষদ সচিব নাছরিন খাতুন, সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য, হাবিবুর রহমান, ইউপি সদস্য হোসেন আলীসহ সুবিধাভোগীরা।
এই সময় ইউপি চেয়ারম্যান করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সকলকে সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ করেন।